দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

[জাতীয় উন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকসমুহ স্বীকৃত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও অপরিহার্য এ-কারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। এ কারণেই ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন এর ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। একই সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সনের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৫৭ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে এক বিরল অর্জন। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উলেণ্টখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উলেণ্টখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।]

দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও অপরিহার্য । এ কারণে মানবসম্পদ উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার অপরিহার্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকসমুহ স্বীকৃত। উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে যে কোন দেশের জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য আয়ুষ্কাল, জ্ঞান ও সম্পদে প্রবেশাধিকার রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন নিশ্চিত হলে জনগণ দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশে জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

দরিদ্র জনগাষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। কারণ, সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ কারণেই ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত 'সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন' এর ঘোষণাতেও জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য দেশকে মোট সরকারি বরাদ্দের শতকরা ২০ ভাগ সামাজিক খাতে ব্যয় করতে বলা হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি বরাদ্দের শতকরা ২০ ভাগের অধিকহারে অর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই গত বছর বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকার বাজেটে স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।

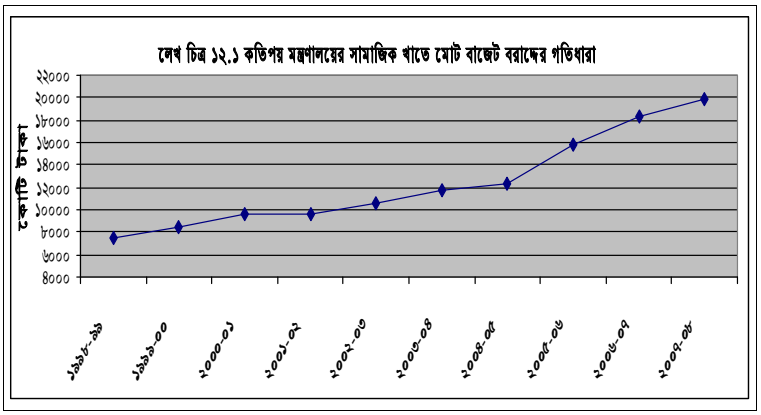

২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে নিম্নের লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.১ এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.১ঃ কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৬০৬৩	৬৭৩৬	৭০৬৩	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৩৭৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	২৬৪৯	২৭৯৭	৩৪৪৫	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৮১২৯
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২১৭	২৫৩	২৫৭	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৮৪০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩৩	৭০	৫৬	৯০	১০৬	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৭২
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৩৫৪	৪৮৪	৭১৩	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৬৫৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	২০১	১৮৩	১৬৩	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৬৫
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**৯,৬১৭**	**১০,৫২৩**	**১১,৬৯৭**	**১২,৩৯৫**	**১৫,৭২৫**	**১৮,৩২৯**	**১৯,৮১৮**	**২২,১২০**	**২৬,৮৮০**	**৩১,৬৪২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। *তথ্যসমহ মূল বাজেট ভিত্তিক।

মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার বৃহদংশই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে । এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু , সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

শিক্ষা দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। তাই শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন, অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চার দশকেও কোন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা খাতে বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য ন্যূনতম সময়ে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন। দিন বদলের ইশতেহার, ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে ২৪ টি লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে । জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর। ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, রাজনীতিক,ব্যবসায়ী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত নির্দেশনাসমূহ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ ঃ

- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।
- সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামুলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক রেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা

অর্থ বরাদ্দ

২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। চলতি অর্থ বছরে (২০১০-১১)

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৯৯৯.৪২ কোটি টাকা। ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী একশত ভাগ ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে কতগুলো কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীতকরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার যুগান্তকারী কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে উপবৃত্তি প্রকল্প, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২), রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮২,৯৮১টি (মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৮৩ ঃ ৫০.১৭-এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ পদ মহিলাদের নিয়োগের বিধান প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৯১ সালে ২১.০৯ শতাংশ থেকে বর্তমানে প্রায় ৫৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীর হার নিম্নের সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.২ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (২০০০-২০০৯)

(লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩	৮৬.৬৯
		(৫১.১)	(৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০	৮৬.৬৯
		(৫১.০)	(৪৮.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২	৮৭.২০
		(৫০.৩)	(৪৯.৭)
২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯	৯০.৭২
		(৫০.৮)	(৪৯.২)
২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭	৮৯.০৬
		(৫০.৪)	(৪৯.৬)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১	৮১.৩৪
		(৪৯.৮৭)	(৫০.১৩)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯	৮২.৫৬
		(৪৯.৬২)	(৫০.৩৮)
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫	৮২.৭৮
		(৪৯.২৬)	(৫০.৭৪)
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫	৮৪.২৪
		(৪৯.৭০)	(৫০.৩০)
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১	৮২.৯৮
		(৪৯.৮৩)	(৫০.১৭)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা (contact hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৫৭ ঃ ৪৩।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্বায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্বায়ন করা হচ্ছে।
- দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের ৩৩ লক্ষ নব্য-স্বাক্ষরের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আয় উৎসাহী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- ছয়টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১.৬৬ লক্ষ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানসহ জীবনভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-২) জুন ২০১১-তে সমাপ্ত হবে এবং ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে আরো বৃহৎ পরিকল্পনায় পিইডিপি-৩ বাস্ড়বায়ন শুরু হবে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইংলিশ ইন একশন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর-বাওর এলাকায় শিখনকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার শর্তাবলী শিথিল করে বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও নিবন্ধন শর্ত ও নীতিমালা জারি করা হয়েছে। এছাড়া রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ১০০ শতাংশ সরকার কর্তৃক প্রদানের নীতিমালা জারি করা হয়েছে। এতে এ দু'ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি পাবে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নে অবকাঠামোর ভূমিকা ব্যাপক। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬৬২টি সরকারি এবং ৬৩টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ১৩৪৬টি সরকারি ও ২১৫টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে এবং ১,৮৪২টি বিদ্যালয়ে ২টি করে কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১,০৩৭টি বিদ্যালয় সম্প্রসারণের কাজ চলছে। প্রায় ১,৫৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন ও ৩,২৮৮টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ১৬০টি বিদ্যালয়-কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭২টির নির্মাণ কাজ চলছে ।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । ২০১০ সালে এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ২০১০ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৯.৪০ লক্ষ এবং পাশের হার ৯২.৩৪ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৬৫ লক্ষ এবং পাশের হার ৮৩.৯৩ শতাংশ। বিগত বছরের মত পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তিপ্রাপ্তদেরকে এস এস সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে ৪০০ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রাখেন। এর ফলে বহু শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৩৯০০.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৩) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রায় ৪৮.১৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতা ৪০ শতাংশ হতে চাহিদাভিত্তিক বৃদ্ধি করায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.১৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বিগত বছরে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরাতন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেয়া হয়েছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে ১০০ শতাংশ নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ২০১১ সালে ৯ কোটি ৯ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। আগামীতে ১০০ ভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর আওতায় ৪৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে রাজস্বখাতে প্রায় ২৫৮৬ জন সহকারী শিক্ষক পদে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের নিয়োগ শেষ পর্যায়ে আছে। এ ছাড়াও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১১ সালের মধ্যে আরও প্রায় ৩৫১৯ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।

স্কুল বর্হিভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বর্হিভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । **রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প** এবং **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** তার মধ্যে অন্যতম । 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ৮৯টি উপজেলায় ৬৮৪.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন'** প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৭.৫ লক্ষ শিশু ২০০৪ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত উপজেলায় প্রায় ২২ হাজার শিখনকেন্দ্র খোলা হয়েছে, যাতে প্রায় ৭.৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পাবে। দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উন্নততর জীবন অনুসন্ধানে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় ২৬৭.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** বাস্তবায়িত হয়েছে । পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপে মোট ৬৬৪৬ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়াও এক হাজার শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন-নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ঢাকা মহানগরীর যে সকল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে সে সকল এলাকায় ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত Secondary Education Quality and Access Enhancement (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতিত্ব নির্ভর প্রণোদনা (Performance-based incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Secondary Education Sector Development Project (SESDP) এর আওতায় আইটি বেইজড মডেল স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হচ্ছে। Teaching Quality Improvement (TQI) in Secondary Education প্রকল্পের আওতায় দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এছাড়া ৫৬৮ টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষামতায়ন, তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিসহ যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণীত হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। MDG এবং জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য (২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ) অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার অন্যতম কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অসচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান

উপযোগী ও দেশি-বিদেশি শ্রম বাজারের সাথে সংগতিপূর্ণ ট্রেড কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের সাতটি বিভাগে পাচঁটি করে টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা খাতের উন্নয়নে ইতোমধ্যে 'Skills Development Project' এবং 'Skills and Training Enhancement Project (STEP)'-শীর্ষক দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এতে উন্নয়ন সহযোগীদের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। STEP প্রকল্পের আওতায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সেন্টারের ব্যবস্থাপনা এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার , নার্স ও বেকারদের জন্য আরবী, ইংরেজী, কোরিয়ান ও মালয় ভাষায় কথা বলার দক্ষতা প্রদানের নিমিত্ত দেশের ৬টি বিভাগে ১০টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন নতুন একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে যশোর, রংপুর ও পাবনায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। বর্তমানে বরিশাল ও গোপালগঞ্জে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বস্ত্রখাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সাবেক ঢাকা টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত করা হয়েছে । এছাড়া খুলনায় ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশালে ১টি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে । উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "Higher Education Quality Enhancement"শীর্ষক একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BDREN) প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যোগ্যতা সাপেক্ষে পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রকল্পে অংশ নিতে পারবে। দেশের উচ্চ শিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ উচ্চ শিক্ষার দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চাহিদা পূরণে বিদ্যমান আইন অপর্যাপ্ত বিধায় বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০** জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সে আালোকে Accreditation Council ও দূরশিক্ষণ কার্যক্রম বিধিমালা এবং Cross Border Higher Education (CBHE) এর জন্যও প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারন করা হয়েছে । এ শিক্ষা নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংস্থাপন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । দাখিল স্তরে ২৫০ টি,আলিম স্তরে ৩০ টি এবং ফাজিল স্তরে ১০ টি সহ মোট ২৯০ টি নতুন মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দাখিল স্তরে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ন্যায় ২০১০ সাল থেকে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে । ২০১১ সাল হতে দাখিল পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয়েছে । এতে মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হচ্ছে । এছাড়া, মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়নের কাজ চলছে ।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

২০১০ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় আইসিটিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৭ টি মোবাইল আইসিটি ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন সহজতর করার লক্ষ্যে অন-লাইন রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তির SMS এর মাধ্যমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম পর্ব ভর্তির আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এ কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ম বর্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া অন-লাইনে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে এডুকেশন রিসার্চ নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে Trans Eurasia Information Network (TEIN) এ সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইসিটি নির্ভর পাঠদান কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ' আইসিটি-র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

দক্ষিণ এশিয়ার শুধু শ্রীলংকা ব্যতীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ের ন্যায় বিনামূল্যে মাধ্যমিক পর্যায়েও বই প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে ডিগ্রী পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্কারমূলক কর্মসূচি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ'' (এনটিআরসিএ) কাজ করছে। এনটিআরসিএ নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভে প্রত্যাশী প্রার্থীদের সার্টিফেকেট প্রদান করছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ৯৮ শতাংশ বেসরকারি। এ সব প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান। একারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থ প্রদানকে (M.P.O. subvention) প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কৃতিত্ব নির্ভর (Performmance based) করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বছর হতে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে এস এস সি-তে শুধু সৃজনশীল কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে School Based Assessment পাইলটভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে BANBEIS দেশব্যাপী শিক্ষা জরিপ-২০০৯ সম্পন্ন করে *Eaducational Statistics,2009* প্রকাশ করেছে। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আঙ্গিকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। সরকারের

সঠিক এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার ফলে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিনামূল্যে ২৩ কোটি বই বিতরণে প্রায় ৫৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

অর্থ বরাদ্দ

অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতে ১৪৪৯.৪৬ কোটি এবং রাজস্ব খাতে ৮৩৬৩.৯৭ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ৯৮১৩.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। সরকার শিক্ষাখাতের চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য গত তিন বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গড়ে প্রায় ৭,৫০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করে আসছে। ব্যয় খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও খাতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সহায়তা বাবদ ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরকার প্রায় ৫০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এ ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৬৬ শতাংশ।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশে এমপিওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা ১৬০৯১ টি; কলেজের সংখ্যা ২৩৬৩টি; মাদ্রাসার সংখ্যা ৭৫৯৭টি । এছাড়া ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও বিএমসহ মোট এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭৭০৪। এ সকল প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৯৮৬০ ও ১১২৬০৩ জন। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ প্রদান করছে। এছাড়া বাড়িভাড়া ভাতা ও উৎসব ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে। দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

সারণি ১২.৩ ঃ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও কর্মচারীর পরিসংখ্যান

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	কর্মচারী সংখ্যা
জুনিয়র হাই স্কুল	৩৩৪২	২১৭৭৪	৭৮৪১
হাই স্কুল	১২৭৪৯	১৫২৭৯১	৪৭৬৮১
দাখিল মাদ্রাসা	৫৩৬৪	৭৩৫১২	১৬৫৪৩
আলিম মাদ্রাসা	১১০৬	২০৯৪২	৩৪৮৪
ফাজিল মাদ্রাসা	৯৮২	২১৫৬১	৫৮৯৫
কামিল মাদ্রাসা	১৪৫	৩৯৬৩	১৩৫৩
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	১৪৩৭	২৯৬৫৯	১০১৭২
ডিগ্রী কলেজ	৯২৬	৩৪২৬১	১২৩৩৯
এসএসসি ভোকেশনাল	৯২৪	৮৪৪০	৪২৪১
কারিগরি কলেজ (বিএম)	৭২৯	২৯৫৭	৩০৫৪
মোট	**২৭৭০৪**	**৩৬৯৮৬০**	**১১২৬০৩**

উৎসঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচীর দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে পরিবারকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা জন্ম বিরতিকরণ ব্যবহার করার হার সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের ৭.৩ শতাংশ হতে ৫৫.৮ শতাংশ (BDHS-2007) এ উন্নীত হয়েছে। মহিলা প্রতি মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ এ ৬.৩ হতে ২০০৭ এ ২.৭ এ নেমে এসেছে (BDHS-2007)। সম্প্রতি Maternal Mortality and Health Care Survey 2010 এর রিপোর্টে দেখা গেছে বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০১ সালে ৩.২ থেকে ২০১০ সালে ১.৯৪- এ নেমে এসেছে। উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে এবং পরিবেশ অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে International Conference on Population and Development (ICPD), Proverty Reduction Strategy (PRS) এবং Millenium Development Goals (MDG) এর আলোকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়াটি মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।

সরকার প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ ও চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিগত এক দশক যাবৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্বায়ন করে চলেছে। যার ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সারণি-১২.৪ এ ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সচকসমহের প্রবণতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সচকসমহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
স্থল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.৯	২০.১	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২০.৬	২০.৬	২০.৫	১৯.৪
	শহর	১৩.৬	১৬.৬	১৭.৯	১৭.৮	১৭.৮	১৭.৫	১৭.৪	১৭.২	১৬.৮
	পল্লী	২০.৭	২১	২১.৭	২১.৬	২১.৭	২০.৭	২২.১	২২.৪	২০.২
স্থুল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৮	৫.১	৫.৯	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৬	৫.৮
	শহর	৩.৪	৩.৮	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৫.২	৫.১	৪.৭
	পল্লী	৫.২	৫.৪	৬.২	৬.১	৬.১	৬	৬.৬	৬.৫	৬.১
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.৮	২৫.৬	২৫.২	২৫.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৮
	মহিলা	২০.৪	২০.৬	২০.৪	১৯.০	১৮	১৮.১	১৮.৪	১৯.১	১৮.৫
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৩৮১১	৩৫৯০	৩৫৩২	৩১৩৭	৩২৬১	৩১১০	২৯৯১	২৮৬০	২৮৩২
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.২	৬৪.৯	৬৪.৯	৬৫.১	৬৫.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২
	শহর	৬৬.৪	৬৭.২	৬৭.৬	৬৭.৮	৬৭.৯	৬৮	৬৮.১	৬৮.৩	-
	পল্লী	৬৩.২	৬৪.৪	৬৪.৩	৬৪.৩	৬৪.৫	৬৪.৬	৬৬	৬৬.২	-
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, (<১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫৬	৫৩	৫৩	৫২	৫০	৪৫.৫২	৪৫	৪৩	৩৯
	শহর	৪৩	৩৭	৪০	৪১	৪৪	৩৮	৪২	৪০	৩৭
	পল্লী	৬০	৫৭	৫৭	৫৫	৫১	৪৭	৪৩	৪২	৪০
শিশু মৃত্যু হার (১-৪ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.১	৪.৬	৪.৬	৪.৫	৪.৪	৩.৯	৩.৬	৩.১	৩
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩.২	৩.৯	৩.৮	৩.৭	৩.৫	৩.৪	৩.৫	৩.৫	২.৫৯
	শহর	২.৬	২.৭	২.৭	২.৫	২.৭৫	১.৯৬	২.২	২.৪	১.৩৭
	পল্লী	৩.৩	৪.২	৪	৩.৯	৩.৫৮	৩.৭৫	৩.৯	৩.৯	৩.০১
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৩.৯	৫৩.৪	৫৫.১	৫৬	৫৭	৫৮.৩	৫৯	৫২.৬	৫৬.৪
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.৬	২.৬	২.৬	২.৬	২.৫	২.৪১	২.৪	২.৩	২.১৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Sample Vital Registration System (SVRS), 2009, হেলথ বুলেটিনঃ এমআইএস, হেলথ ইকনমিক্স ইউনিট, স্বাপকম।

অর্থ বরাদ্দ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়নখাতে ১টি সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP), ১১ টি চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প, ৪ টি জেডিসিএফ প্রকল্প এবং ৪ টি চলতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ২০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২৭৩৫.৫২ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৫৫২.৩৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৮৩.১৮ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে মোট ৭৮.৪৮ কোটি টাকা বা ৩ শতাংশ বেশী।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP)

সরকার 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' ও 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা' অর্জন, জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এবং পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০৩-২০১১ মেয়াদে ১০,২৬৭.৩৫ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ২৭,১১৬.৭৬ কোটি টাকার রাজস্ব বরাদ্দসহ সর্বমোট ৩৭,৩৮৪.১১ কোটি টাকা ব্যয় প্রস্ড়াব সম্বলিত ''Health Nutrition & Population Sector Programme (HNPSP)'' সেক্টর কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সেক্টর কর্মসূচি হিসাবে জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদের জন্য উন্নয়নখাতে প্রায় ২৩,০০০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Health Population & Nutrition Sector Development Programme(HPNSDP) এর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রোগ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাকে গ্রামীন জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমুহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া তিন স্ড়র বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেণ্ঢক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হবে এবং এদের মধ্যে একটি রেফারেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। জেলা পর্যায়ের সাথে যোগসুত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হবে জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এছাড়া পুষ্টি সম্পর্কিত সেবাকে মূলধারার সেবার সাথে যুক্ত করা হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে উর্বরতার হার (TFR) replacement level এ নেয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া গরীব রোগীদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে পাইলট হিসাবে স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক

গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ সালে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০ টি চালু হয়। কিন্তু ২০০২-২০০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা দান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদী (২০০৯-২০১৪) 'Revitaliazation of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ।এছাড়া নতুন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত মোট ২৮২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ প্রক্রিয়া শুর" করে ৮০ টির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে । ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১২০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের জন্য অত্যাবশ্যক কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারী হিসেবে ১৩,৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার(সিএইচসিপি) নিয়োগ প্রক্রিয়া চুড়ান্ড় পর্যায়ে রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা

পল্লী অঞ্চলে মাঠকর্মীদের মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন এ অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টীকাদান কর্মসূচি অব্যাহত আছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পাবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অধিকতর হারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত হবে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, চিকিৎসক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি পাবে এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে। সার্বিকভাবে মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। Denguec, Swine Flu & SARS রোগগুলো বর্তমানে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষারোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯১ শতাংশ বৃদ্ধি করে তা বজায় রাখা হচ্ছে। ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তর্গত ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদান করা হচ্ছে । 'ইপিআই কভারেজ' এ বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (এক বৎসরের নিচে) ৮২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং দুই বৎসরের নিচে ৯২ শতাংশ কাজ হয়েছে। এর মধ্যে বিসিজি-৯৯ শতাংশ, ডিপিটি-৩-৯৭ শতাংশ, পোলিও-৩-৯৫ শতাংশ, হেপাটাইটিস-বি ৩-৯৫ শতাংশ হাম-৯৬ শতাংশ (সূত্র Bangladesh EPI CES 2009)। এছাড়া দেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১১ সালে ১৯তম জাতীয় টিকা দিবস পালন করা হয়েছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচারস্কীম' কার্যক্রম এর আওতায় ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ড় ৪১টি জেলার ৫৩ টি উপজেলায় ৫,৬০,৫২৭ জনকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে এবং ভাউচারপ্রাপ্ত গরীব ও দুঃস্থ গর্ভবর্তী মহিলাদের উপজেলা পর্যায়ে ৩৪,৫৮২ জনকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে । বিভিন্ন উপজেলা ও সকল জেলা হাসপাতালে প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা

দেশের সরকারি পর্যায়ে মোট ১৮টি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সংখ্যা ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ২৪৯৪ (Armed Forces Medical College Hospital সহ) এ উন্নীত করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি পর্যায়ে আরো ৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সহযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

নার্সিং সেবা

বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত বিভাগ হিসাবে ১৯৭৭ সালে একটি স্বতন্ত্র সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়। দেশে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা পরিদপ্তরের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৬,৬৪৪ জন রেজিস্টার্ড নার্স রয়েছেন। ১৫,০৭৬ জন রেজিস্টার্ড নার্স সরকারি হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে এবং ১০, ০০০ জন রেজিস্টার্ড নার্স বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। দেশে বর্তমানে ৪৩ টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট, ৭টি বেসিক নার্সিং কলেজ ও ১টি পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজ রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে ২৬টি নার্সিং ইনষ্টিটিউট, ৯টি নার্সিং কলেজ ও ৫টি পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজ রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুসারে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত হওয়া প্রয়োজন ১ঃ৩ । বাংলাদেশে এ অনুপাত ২ঃ১ বিদ্যমান আছে। নার্সিং সেবা উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। সরকারী হাসপাতালে নিয়োগকৃত সিনিয়র ষ্টাফ নার্সদেরকে ৩য় শ্রেনীর পদ হইতে ২য় শ্রেনীর পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে সিনিয়র ষ্টাফ নার্সের ২,৬২০টি শুন্য পদের বিপরীতে ১,৭৪৭ জনকে নিয়োগ প্রদান এবং সহকারী নার্সের পদ হইতে ২৭১ জনকে সিনিয়র ষ্টাফ নার্স পদে পদন্নোতি প্রদান করা হয়েছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরে একটি এমএসসি নার্সিং কলেজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ শিল্প

ঔষধ শিল্পে Good Manufacturing Practices (GMP) অনুশীলনে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্ড়র্জাতিক মান সম্পন্ন হওয়ায় বর্তমানে দেশে উৎপাদিত ১৮২ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ ও ওষুধের কাচাঁমাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৭৩টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে । উন্নত প্রযুক্তির কিছু ওষুধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার ওষুধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। সর্বমোট ২৫৫টি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ প্রস্ড়ুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ১৮৬৮৭ ব্রান্ডের ৬০০০ কোটি টাকার ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ওষুধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রাচ্যের শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্যের হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উলেণ্টখ্যযোগ্য। ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে এ দেশে প্রস্ড়ুতকৃত ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি ঔষধ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। ওষুধের গুণগত মান রক্ষায় নমুনা পরীক্ষা/বিশেণ্টষণের জন্য বর্তমানে ২টি সরকারী ওষুধ পরীক্ষাগার রয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। প্রান্ড়িক ব্যবহারকারীদের নিকট ক্রয়সাধ্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধসমূহ সহজলভ্য করার জন্য ওষুধের তালিকা পুনঃ মূল্যায়ন ও মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এর আওতাধিন ড্রাগ টেষ্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত করে আধুনিক ল্যাবরেটরীতে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবটিকে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NCL) হিসাবে অভিহিত করার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশী ও বিদেশী উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্ড়বায়নাধীন রয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অর্থ অনুদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। বর্তমানে ৪৪টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, এবং

৪২,৩২৭ টি শয্যাসহ ২৫০১টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। পাশাপাশি ৫৭২১ টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার উলেণ্টখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উলেণ্টখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। অনুমোদিত ৫২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে সহযোগী মানবসম্পদ তৈরী করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৪১টি Blood Bank চালু আছে।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য খাতকে আধুনিক ও যুগোপযুগী করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান সংস্কার কার্যক্রমগুলো হলো ঃ

- সেক্টর ওয়াইড প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা ও স্বাস্থ্য সেবায় নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তোলা।
- সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়নের সহায়তায় স্বাস্থ্য সেবাকে বহুমুখীকরনের পথ প্রশস্ড় করা।
- হেল্থ এডভোকেসী এবং ডিমান্ড সাইডফাইনান্সিং এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সৃষ্টি করা।

নারী ও শিশু

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন । এ লক্ষ্যে সম্প্রতি ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর আওতায় এদেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্ড়বায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক,সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি।

নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের তিনটি অধীনস্থ সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হল ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি),নারী নির্যতনে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্প, পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি (পণ্ঢাজ-২) প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন (ভিজিডি), শিশুর বিকাশে প্রাক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্ড়বায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, সেলাই মেশিন বিতরণ ও বিধবা ভাতা কার্যক্রম সামগ্রিক ভাবে নারী ও শিশু উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের ৬৪ টি জেলা এবং ৪১২ টি উপজেলায়, জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ও ৮৪ টি উপজেলায় এবং শিশু একাডেমী ৬৪ টি জেলায় মহিলা ও শিশু উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে।

অর্থ বরাদ্দ

২০১০-২০১১ অর্থবছরের এডিপিতে মন্ত্রণালয়ের ১৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ আছে ২০৭২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ড় ব্যয় হয়েছে ১১৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫৬.২৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৪ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৫৭৯০.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫২৭০.৫২ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৬.৭২ শতাংশ।

মানবসম্পদ উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- **''জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন''** প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিদ্যমান মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের (১৬-৪৫ বছর) দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১৫৬.৪৩ লক্ষ টাকা।

- দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক এবং অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে **শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর এ দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান** -শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গার্মেন্টস অপারেটর হিসাবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে ৩০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১৮০.০০ লক্ষ টাকা।

- দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থানুকুল্যে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত,শিক্ষিত-বেকার মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১১ পর্যন্ড় মেয়াদে বাংলাদেশ সরকারের ১৬৭৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থা **''জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)''** প্রকল্পটি বাস্ড়বায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৩০টি জেলায় বছরে ৪৮০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মূল এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৯৯২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

- শহর অঞ্চলের দরিদ্র, বেকার, বিত্তহীন মহিলাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অক্টোবর/০৯ হতে সেপ্টেম্বর/১৩ মেয়াদে ১৮৮১.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত **নগর ভিত্তিক প্রান্ড়িক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প** জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় বাস্ড়বায়ন করছে। ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৭৬০০ জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণার্থীদের জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত আবর্তক ঋণ তহবিলের অর্থ থেকে ১০,০০০/- টাকা থেকে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ড় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ২০১০-১১ অর্থ বছরের এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- নারী উদ্যোক্তাদের কর্মকান্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে টেকসই করার লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৫ মেয়াদে ১৩৮৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)** প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭৭৫০ জন মহিলাকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে ।

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন **চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র** এর মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, দক্ষ, অদক্ষ সকল শ্রেণীর মহিলাদের নাম নিবন্ধনকরণসহ চাকুরী প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। জুলাই ২০১০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ড় এ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রেশনকৃত মহিলার সংখ্যা ২৯৮ জন, আবেদনপত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের সংখ্যা ৫৮০টি এবং চাকুরী প্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ১০৬ জন।

- **জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীর** মাধ্যমে ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ড় মোট ৪৩৪৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে (দর্জি বিজ্ঞান, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, বণ্ঢক বাটিক, এমব্রয়ডারী) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনগ্রসর,অবহেলিত,বেকার মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা দর্জি বিজ্ঞান,এমব্রয়ডারী, বণ্ঢক বাটিক, চামড়াজাত শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- **প্রমোশন অফ জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট** প্রকল্পের আওতায় ভিকটিমদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সম্মেলন এবং সহায়তা সেবার মাধ্যমে আইন সংক্রান্ড়, স্বাস্থ্য সহায়তা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণরোধকল্পে নারী পুর"ষের মধ্যে সমতার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ড়গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন। ২০১০-১১ অর্থ বছরের এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা।
- **পলিসি লিডারশীপ এন্ড এ্যাডভোকেসী ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি (পণ্ঢাজ-২)** প্রকল্পটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের Gender Responsive Budget এবং Gender Responsive Planning উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। জেন্ডার রেসপনসিভ পণ্ঢ্যানিংকে মেইনস্ট্রিমিং করার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমীর ক্যারিকুলামে বিষয়টি অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম**-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মানসিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে অধিকতর জোরদার এবং ফলপ্রসূকরার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা ও কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সেন্টার হতে ফেব্র"য়ারি ২০১১ পর্যন্ড় মোট ৩০৭ জন নারী ও শিশুকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ন্যায় বিচারে নারীর অধিকতর প্রবেশাধিকার সৃষ্টিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় **প্রমোশন অব লিগ্যাল এন্ড সোস্যাল এমপাওয়ারম্যান্ট অব উইমেন (২য় পর্ব)**- শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্ড়বায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। ১২৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫৮৫০ জন সালিশকার (৩২৬২ জন পুর"ষ সালিশকার এবং ২৫৮৮ জন নারী শালিসকার) এর নারী-বান্ধব সালিশী পরিবেশ তৈরি ও পরিচালনা বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারবাহিকতায় প্রকল্প এলাকায় সালিশী কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপজেলা পরিষদে প্রথমবারের নির্বাচিত মহিলা ভাইসচেয়ারপারসনদের জন্য তিন দিন ব্যাপী ১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪১৬ জন মহিলা ভাইস চেয়ারপারসনকে জেন্ডার, নেতৃত্ব ও নারীর আইনি অধিকার বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** দেশের দু:স্থ, অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা/বিবাদ মীমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুন:স্থাপন, স্ত্রী ও সন্ড়ানের ভরণ-পোষণ ও দেন-মোহরানা আদায় করা হয়।

শিশু উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ,পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই । তাই শিশু-কিশোর কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করছে।

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী **শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ** প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ ও আধুনিক মানব সম্পদের শক্ত ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৪৮৬টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮০৫৮টি সেন্টারের মাধ্যমে ৫বছর বয়সী প্রায় ৪ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত **এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন (ইপিসি)** প্রকল্পের আওতায় (১) কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও (২) শিশুর সুরক্ষা বিষয়ে দেশব্যাপী কাজ চলছে। মোট ২৯৩০ টি কিশোরী ক্লাব এর মাধ্যমে ২৯টি নির্বাচিত জেলায় পিয়ার এডুকেশনের মাধ্যমে ১০-১৯ বছর বয়সের ১,০৪,৫০০ জন কিশোরীদের জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা দান (Life Skills Based Education-LSBE) কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোরীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। শিশুশ্রম নিরসন এবং শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক পাণ্ডুলিপি ও নাট্য নির্মাণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৪টি জেলায় ৪৬টি IPT Show মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শন এর মাধ্যমে শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে বিরত রাখা এবং শিশুকে স্কুলে পাঠানোর বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয়। এ প্রকল্পের আওতায় Social Protection Initiative for the Vulnerable Children in Urban Areas- কার্যক্রমটি পরিচালিত হতে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- শহর অঞ্চলের বস্তি এলাকার দরিদ্র অসহায় শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ক্যাশ ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাঁদের সুরক্ষাকরণ এবং এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও এলাকাকে শিশু শ্রমমুক্ত এলাকা ঘোষণা।
- **সিসিমপুর আউটরীচ** শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে ২২৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ২১০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ০৩-০৬ বছর বয়সী শিশুদের সাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা এবং মনোসামাজিক বিষয়ের ধারণার মাধ্যমে মানসম্মত শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১০৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনকল্পে **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০** প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যার মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ৪০ হাজার শিশুকে ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে যাতে তারা পিতামাতাকে তাদের কাজে সহায়তা করতে পারে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপর্ণ নির্দেশক। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্রবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম

গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবা দানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৫.৩৫ লক্ষ এবং এ পর্যন্ত ২৭৪.৪৬ লক্ষ গরীব রোগীকে ৮৯টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান

শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবত উপকারভোগীর সংখ্যা ১০৯৬ জন। প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র মৈত্রী শিল্পসহ দেশের সর্বপ্রথম মিনারেল ও ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের আওতায় উৎপাদিত "মুক্তা" নামের মিনারেল ও ড্রিংকিং ওয়াটারের চাহিদা বাজারে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

দেশের বিপুল সংখ্যক অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপর্বক সমাজে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এর ভিত্তিতে কিশোরকিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। এ যাবত তিনটি কিশোরকিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৩,৬৭৩ জন। প্রথম অপরাধ ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জন্য প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ১২,১৯৬ জন ও ৩৫,৬৬৪ জন। সমাজসেবা অধিদফতর ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এছাড়া, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতরের প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রতি বৎসর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকাতে একটি জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উপর নীতিমালা, বুকলেট, ব্রসিয়ার, কার্যক্রম পরিচিতি ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

এতিম শিশুদের জন্য ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধনকৃত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ৭০০ টাকা হারে ৪২ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ৪৮,৩৯০ জন এতিম শিশু উপকৃত হচ্ছে।

যুব ও ক্রীড়া

অর্থ বরাদ্দ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি সংস্থার ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩০৯.১১ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১.১৩ কোটি টাকা স্থানীয় সম্পদে ৩০৭.৯৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মার্চ ২০১১ পর্যন্ত মোট ২৪১.৯৭ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৯৮.৫০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬৪ শতাংশ।

যুব উন্নয়ন

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো যুবসমাজ । বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এ বিশাল যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি

বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পসহ চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ১১২ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯৫ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১০-১১ সালে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ২,১০,৯৩০ জন এবং ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৩৫,৬৮৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্টিলগ্ন থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৮২৫ উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ৯৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ''ন্যাশনাল সার্ভিস'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ''ন্যাশনাল সার্ভিস'' কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুবমহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলায় ১৯২৪০ জন, বরগুনা জেলায় ৭১৮৭ জন এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ৯২৯৯ জন বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কুড়িগ্রাম জেলায় ৯৬২০ জন, বরগুনা জেলায় ৭১৬০ জন এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ৪৬১৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ বাবদ ১৯০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৯৮,৪৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদার করার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭,২০,০০০ জনকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ২,৮৮,০০০ জনকে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হবে। যুব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সহজে প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষিত ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুব, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং যুব ঋণ কর্মসূচির ডাটা বেইজ তৈরী করা হবে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হবে।

২০০৯-১০ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাত হতে ৬৮টি যুব সংগঠনকে ২.৯৯ লক্ষ টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর, ১০ পর্যন্ত মোট ৯৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৮৪০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

যে কোন দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের শারীরিক, দৈহিক এবং মানসিক উৎকর্ষ শরীর চর্চা ও খেলাধূলার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা, সুস্বাস্থ্য, নেতৃত্ব ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার অবদান অপরিসীম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধুলা যুগযুগ ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ হতে আগত খেলোয়াড়দের মাধ্যমে পারস্পারিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে খেলাধূলার উন্নয়নে ক্রীড়া অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাবলী অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সরকার দেশের খেলাধূলার সুবিধাদি সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে চলতি অর্থবছরে (২০১০-১১) আরএডিপিতে সাত'টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ২৬৩০৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত ২৬৩০৯.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ১৭৫৪৮.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা,পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করছে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর শিক্ষা, গবেষণা কাজে পুস্তক, জার্নাল নথিপত্র সংরক্ষন ও প্রকাশ করছে । কপিরাইট অফিস দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণসহ সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে পাইরেসি রোধ করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ ও কারুশিল্প উন্নয়নের জন্য নানবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উপজাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাজশাহী, মৌলভীবাজার ও নেত্রকোনার বিরিশিরিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার জেলার রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

বরাদ্দ

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৫টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৮৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১০-১১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের আওতায় ৩৩ টি কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেট হতে সর্বমোট ৫৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। সঠিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকশ্রেণী এই গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। সুতরাং দেশের সঠিক কল্যাণ তথা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের এবং শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন শ্রম পরিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়া শ্রম পরিদপ্তর শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা, শ্রম বিরোধের নিষ্পত্তি, শ্রমিক শিক্ষা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

প্রশিক্ষণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, শিশু শ্রম নিরসন ও নারী উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণব্যুরো কর্তৃক দেশের ছাব্বিশটি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের জন্য ছয়টি সহ মোট ছাব্বিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত ছাব্বিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উনিশটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে ।বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন

টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি (৬ষ্ঠ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণিত ছাব্বিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট আটত্রিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

অর্থ বরাদ্দ

২০১০-১১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভূক্ত মন্ত্রণালয়ের পাঁচটি প্রকল্পের অনুকূলে ২২৯৫.০০ লক্ষ টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে।

শিশু শ্রম নিরসন

শিশু শ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসনের জন্য এ মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মাধ্যমে ১০,০০০ জন শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং শিশু শ্রমিকদের ৫,০০০ পিতা-মাতাকে ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০,০০০ জন শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় শিশু শ্রমিকদের ২০,০০০ পিতা-মাতাকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদাণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবি শিশুদের চব্বিশ মাস উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ছয় মাস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা এবং প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সংশ্লিষ্ট ট্রেডের আলোকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত 'শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প নভেম্বর ২০১০ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শ্রম কল্যাণ

প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে শিল্প শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক এবং চা শ্রমিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ইউএনএফপিএর আর্থিক সহায়তায় দু'টি প্রকল্প যথাক্রমে বিজিএমইএ এবং শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প দু'টি হলোঃ ''প্রমোশন অব রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড উইমেন'স এমপাওয়ারমেন্ট ইন গার্মেন্টস সেক্টর'' প্রকল্প (প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের ৪৫০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী) এবং ''প্রমোশন অব রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, রিপ্রোডাক্টিভ রাইট, জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড প্রিভেনশন অব এইচআইভি/এইডস ইন টি প্লানটেশন কমিউনিটিজ'' প্রকল্প (প্রকল্প এলাকাঃ হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ৬২টি চা বাগান)।